দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 NOV 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

C3E

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র সমাজের দায়িত্ব

বলা হয়ে থাকে—"ছাত্র নং অধ্যয়নং তপঃ" অর্থাৎ ছাত্রদের প্রধান কাজ পড়াশুনা করা। ছাত্র জীবন মুখ্যত পঠন, অর্জন ও সঞ্চয়ের সময়। ছাত্রদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। প্রতিটি মুহূর্ত তাদের কাজে লাগাতে হবে। ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভরসাস্থল। ছাত্ররাই দেশের ও দশের সামনে মহত্তর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে। সংসারের কঠোর বাস্তবের মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করার জন্য ছাত্রাবস্থায়ই প্রস্তুত নিতে হবে। ছাত্র জীবন থেকেই ভবিষ্যৎ সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে। ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে থেকে ছাত্রদের নবজীবনের বাণী শুনাতে হবে—দেশের ভার নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জাতির স্বপ্নকে রূপ দিতে হলে প্রত্যেক ছাত্রকেই আদর্শবান হতে হবে।

ছাত্র জীবনে মানুষের মনে স্বপ্ন থাকে। আশা থাকে, মহৎ আকাঙ্ক্ষা থাকে। জগতের প্রতি, মানুষের প্রতি, জ্ঞানের প্রতি, ভালোবাসা থেকেই অচ্চনতরে জাগ্রত হয় কর্ম-চাঞ্চল্য নতুন সৃষ্টির প্রেণা। কিন্তু অভিজ্ঞতা থাকে ক্ষীণ তাই মাতা-পিতা, শিক্ষক, মুরুব্বী ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ এবং তত্ত্বাবধান তাদের জন্য অপরিহার্য। অবশ্য সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, উদার-মুক্ত মনেরও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং তরুণদের দিশারী হবার যোগ্য বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানীর সংখ্যা কম। এজন্য ছাত্র সমাজে বিপুল সম্ভাবনা ও পেরণা থাকলেও তাদের এ উদ্যোগ সত্যিকার দিক নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট সংকীর্ণতামুক্ত নিরপেক্ষ মত ও পথ প্রদর্শনের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে কখনোও বা পথ হারিয়ে ভুল পথে পা বাড়ায়।

আর এই জন্য কিছু সংখ্যক স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দল এদের কথার ছলে ও ফাঁদে পড়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়। প্রলোভনের ডালি আর ভয়ের ফাঁদ তারা কথায়, ছলে, বলে, কলে, কৌশলে ছাত্রদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করেন যে, ছাত্ররা শেষাবধি এদেরকেই তাদের জীবনের প্রকৃত পথপ্রদর্শক ও শুভাকাঙ্ক্ষি মনে করে বসে। এবং তাদের নির্দেশ, উপদেশ, অনুশাসন, আদর-অনাদর, টানাটানি ও দলাদলির শিকার হয়ে পড়ে। যখনই কোন ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে তখনই রাজনীতিবিদরা নামেন প্রতিযোগিতায় কে কতজনকে দলে টানতে পারেন। চতুর্দিক থেকে আসে ডাকা, এবং জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে।

নির্মম হলেও সত্য যে, স্বকীয়তা বর্জিত আত্মবিক্রিত রাজনীতিবিদদের চক্রান্তে বহু ছাত্রে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে চলেছে। এ অবস্থা থেকে অব্যাহতির পথ ছাত্রদের নিজেদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে। তাই এই হতাশার রাজ্যে আজকের দুর্দিনে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের দায়িত্ব হবে—অন্ধ অনুকরণ ও বিচারহীন অনুসরণ না করে অতীত প্রেক্ষাপটকে ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানীর দৃষ্টিতে বিচার করে অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন পথ তৈরী করে নেয়া। এভাবেই ছাত্র সমাজ অক্টোপাসের আবেষ্টনি হতে মুক্তি পেয়ে আলোর সন্ধান পেতে পারে। তাদের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফল করে তুলতে পারে।

—মুঃ মাহ্‌মুদুল হাসান (মহাব্বাত),
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।